দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 28 MAR 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

৪৬

সম্পাদকীয়

শিক্ষাখাতে আশু সংস্কার অপরিহার্য

শিক্ষাঙ্গনে সংস্কার অপরিহার্য হয়ে ওঠেছে। কারণ বিগত জোট সরকারের আমলে শিক্ষাখাতের সর্বত্র দলীয়করণ, অনিয়ম-দুর্নীতি ও লুটপাট হয়েছে পাইকারীহারে। মন্ত্রণালয়, বোর্ড, অধিদফতর, বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং এমনকি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যন্ত অপরাধমূলক তৎপরতা ছড়িয়ে পড়েছিল। আর তাতে করে শিক্ষাক্ষেত্রে যে ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছে, তা কাটিয়ে উঠতে হলে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষা বিভাগে অনিয়ম-দুর্নীতির ভয়াবহতা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তা স্পষ্ট হয়েছে টিআইবি'র ২০০৫ সালের প্রতিবেদনে শিক্ষাখাত দেশের দ্বিতীয় দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার মধ্য দিয়ে। শিক্ষাখাতে বিভিন্ন প্রকল্পের নামে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়েছে। কেবলমাত্র একমুখী শিক্ষা চালুর নামেই শত শত কোটি টাকা লুটপাট হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগ ও উন্নয়নের নামে দলীয়করণ এবং অর্থ লুটপাট হয়েছে প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত। বিএনপি, জামায়াত ও অন্য সংগঠনের নেতা-কর্মী এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনের পুনর্বাসন ক্ষেত্রে পরিণত করা হয়েছিল বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরসহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মকর্তা ও সরকার দলীয় ছাত্রনেতারা দেদার সরকারী অর্থ লুটপাট করেছে। উচ্চশিক্ষা দেয়ার নামে বাছবিচার ছাড়াই ভুইফোঁড় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। আর এসবের মাধ্যমে জোট সরকারের দলীয় লোকজনই কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। পত্র-পত্রিকায় শিক্ষাখাতের চরম দুর্নীতির খবরাখবর আগেও প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় শত শত কোটি টাকা লুটপাটের একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। বিগত সরকারের আমলে শুধুমাত্র উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাখাতেই প্রথম আড়াই বছরে ৬৩৫ কোটি টাকা লুটপাট হয়ে গেছে। ২০০৩ সালে অনিয়ম-দুর্নীতি ও লুটপাটের অভিযোগে সংশ্লিষ্ট অধিদফতরটি বিলুপ্ত ঘোষণা ও মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার প্রশাসনিক ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হয়। পরবর্তীতে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যানের দুর্নীতি ও লুটপাট আরো বেড়ে যায়। প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক অধিদফতরে চাকরি দেয়ার নামে জনপ্রতি লক্ষাধিক টাকা ঘুষ আদায়, গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় এনজিও নির্বাচনে চরম দুর্নীতি, প্রশাসনিক অদক্ষতা, টিএলএস প্রকল্প নিয়ে হরিলুট, টেন্ডারে অনিয়ম, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বদলীতে ঘুষ আদায়সহ নানা অভিযোগে অধিদপ্তরটি বিলুপ্ত হয় তখন। কিন্তু তাতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় অনিয়ম-দুর্নীতি তো কমেইনি, বরং পরবর্তীতে আরো বৃদ্ধিই পেয়েছে। আর সীমাহীন দুর্নীতির কারণেই বিশ্বব্যাংক, এডিবি, ইউনিসেফ, আইডিবি ইত্যাদির অর্থায়নে স্বাক্ষরতা-উত্তর যেসব প্রকল্প চলছিল, অধিকাংশ দাতা সংস্থা সেগুলোতে অর্থায়ন বন্ধ করে দিয়েছিল। ২০০২ সালে দেশে স্বাক্ষরতার হার যেখানে গড়ে ৬৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছিল, সেখানে বিগত সরকারের আমলের শেষে তা হ্রাস পেয়ে ৬০ শতাংশেরও নিচে নেমে যায়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান, সদস্যগণ, সচিব থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মিলে যৌথভাবে এসব অনিয়ম চালিয়েছে। শিক্ষা ভবনে তো জোট সমর্থক কর্মকর্তাদের দুর্নীতির সিন্ডিকেটই গড়ে তোলা হয়েছিল শীর্ষ ব্যক্তিদের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রেও চরম দুর্নীতি হয়েছে সর্বস্তরে। শিক্ষা বিভাগের সকল ক্ষেত্রেই দলীয়করণ ও অনিয়ম-দুর্নীতির এই একই রকম চিত্র লক্ষ্য করা গেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে জোট সরকারের দুয়েকটি যাও সফলতা ছিল, তাও ম্লান করে দিয়েছে এসব দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারী। অনিয়ম-দুর্নীতিতে লুটপাট হয়ে যাওয়া দাতাদের ঋণের টাকা শেষ পর্যন্ত সুদে-আসলে শোধ করতে হয় সরকারকে। আর তা করতে হয় জনগণের ট্যাক্সের টাকা থেকেই।

বিগত জোট সরকারের আমলে শিক্ষাখাতে মুখে যাই বলা হোক, বাস্তবে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতিই সাধিত হয়নি। অথচ একুশ শতকের বিশ্বে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্যই আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষার দিগন্তকে প্রসারিত করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। বিগত জোট সরকারের আমলে যেসব ব্যর্থতা শিক্ষাখাতের বিপর্যস্ত অবস্থা তৈরী করেছে, তার মধ্যে বড় ব্যর্থতা হল- প্রশাসন দলীয়করণ ও দুর্নীতি বন্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতার কারণে সেদিন যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, তা থেকে উত্তরণের কার্যকর পদক্ষেপ এখনই গ্রহণ করতে হবে। কেননা, শিক্ষাবিদদের অভিযোগ, শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন দায়িত্বশীল, গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে এখনো দুর্নীতিবাজ, দলবাজ ও বিগত জোট সরকারের তল্পিবাহকরাই রয়ে গেছেন। এ কারণেই স্থানীয়ভাবে আপনাআপনি পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটবে, এমন আশা করা যায় না। শিক্ষাবিদরা বলছেন, সর্বগ্রাসী দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অভিযান প্রশংসিত হলেও এখনও শিক্ষাঙ্গনে সংস্কারের ছাপ পড়েনি। এই সংস্কারের পদক্ষেপ দ্রুত গ্রহণ করা হবে, এটা সকলের আশা। আজ দেশে দুর্নীতি ও সন্ত্রাস মিলে যে দুর্বৃত্তায়িত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তাকে সমাজ দেহ থেকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে নৈতিকতা সমৃদ্ধ ও আধুনিকমনস্ক করে তোলা অপরিহার্য। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার শিক্ষাক্ষেত্র থেকে বিরাজমান সকল আবিলতা দূর করে দেশে সময়োপযোগী শিক্ষার একটি মজবুত ভিত্তি তৈরী করে দিতে পারবে, এই আস্থাও দেশবাসীর রয়েছে।